আমি বড় হবো

সানরাইজ
প্রযোজিত
ভেনাস চিত্র

27-9-57

SD

সানরাইজ প্রযোজিত ভেনাস চিত্র

আমি বড় হবো

গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

শৈলজানন্দ

সহকারী :

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি তুলেছেন : বিজয় ঘোষ
শব্দ গ্রহণ ক'রেছেন : জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
গান লিখেছেন : শৈলেন রায়
সুর দিয়েছেন : রাজেন সরকার
সম্পাদনা ক'রেছে : সন্তোষ গাঙ্গুলী
বাড়ীঘরদোর তৈরী ক'রেছেন : সুধীর খান
প্রসাধন ক'রেছেন : বসির আমেদ
সবকিছু তত্ত্বাবধান ক'রেছেন : তারক পাল

—সাহায্য ক'রেছেন—

ছবি তোলায়—দিলীর মুখার্জ্জী,
বৈদ্যনাথ বসাক
শব্দ গ্রহণে—শৈলেন পাল,
ধীরেন কুণ্ডু
সম্পাদনায়—রমেন ঘোষ
রূপ সজ্জায়—বটু গাঙ্গুলী,
রমেন দে
দৃশ্য সজ্জায়—জগবন্ধু গাউ,
সুকুমার দে
ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ পাল

আলোক নিয়ন্ত্রণ ক'রেছেন :
সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী,
শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস

—ঃ গান গেয়েছেন ঃ—
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ষ্টিলফটো তুলেছেন :
ষ্টুডিও সাংগ্রিলা

পরিবেশন ঃ

সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ

৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—রূপায়ণে—

সরযূ দেবী

শোভা সেন

অপর্ণা দেবী

শেফালিকা (পুতুল)

হাসি ব্যানার্জ্জী

কালী ব্যানার্জ্জী

জহর গাঙ্গুলী

সত্য ব্যানার্জ্জী

গুরুদাস ব্যানার্জ্জী

গঙ্গাপদ বসু

দ্বিজু ভাওয়াল

জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

মনি শ্রীমানি

গৌর শী

মাঃ বাবুয়া

মাঃ শ্যামল

ও আরে অনেক।

আমি বড় হবো

ছোট একটি শহরের রাস্তার ধারে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কেরোসিনের বাতি জ্বলছে টিম্ টিম্ ক'রে। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, চোখে ভাল দেখতে পায় না, পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, একটি ছেঁড়া ছাতি আর লাঠি—ঠুক্ ঠুক্ করে' চলেছে ধীরে-ধীরে। ভগ্নস্বাস্থ্য, বিগত যৌবন, অথর্ব্ব, অকর্ম্মণ্য এক ভদ্রসন্তান—বেরিয়েছিল মানুষের দয়াভিক্ষা করবার জন্যে। সংসারে তার পোষ্য আছে, অথচ উপার্জ্জন করবার ক্ষমতা নাই। দৈববিড়ম্বনায় তাই ভিক্ষাকেই তার উপজীবিকা করে তুলেছে দয়াময়।

ছুটতে ছুটতে একজন ঘটক এসে তাকে ধরলে: 'এই যে তখন বললেন আপনার বড় ছেলেটি এবছর ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা দেবে, সেই ছেলেটির বিয়ে দেবেন? নগদ দেড় হাজার টাকা পাবেন, আর পাবেন মেয়ের গায়ের অলঙ্কার না হবে-তো পাঁচ হাজার টাকার।

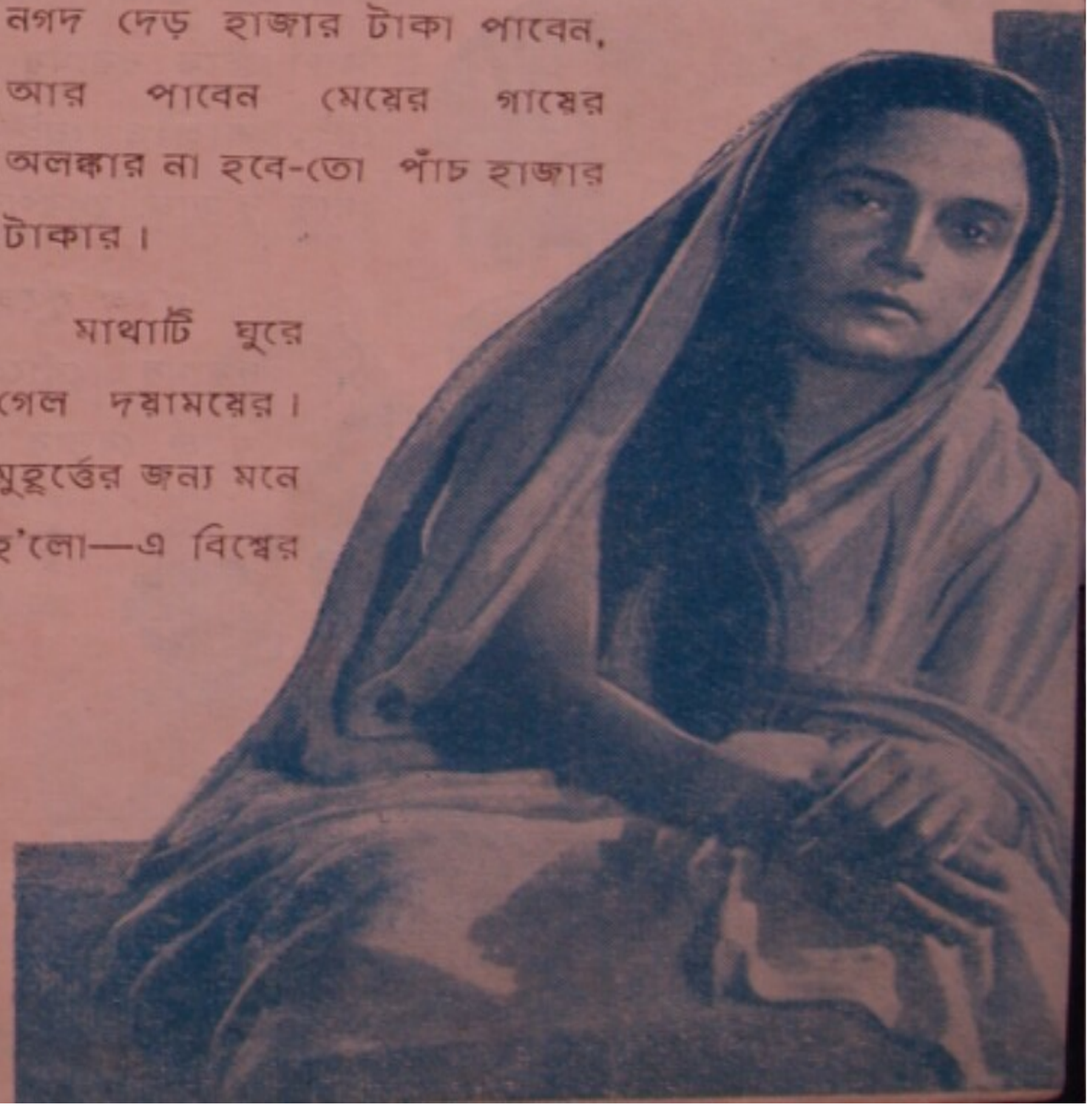

মাথাটি ঘুরে গেল দয়াময়ের। মুহূর্ত্তের জন্য মনে হ'লো—এ বিশ্বের

যিনি বিধাতা, সত্যিই তিনি করুণাময়।

গত তিনদিন ঘুরে ঘুরে একটি মাত্র টাকা পেয়েছে সে। এসময় আর কিছু সে ভাবতে পারলে না। হারিয়ে ফেললে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার শক্তি। অর্থ বাধালে এক সর্ব্বনাশা অনর্থ।

বড় ছেলে মানুষ হচ্ছে তার বড় শালীর কাছে। সন্তানহীনা বিধবা। নিঃসম্বল, কিন্তু তেজস্বিনী। কিছুতেই সে রাজি হ'লো না ইস্কুলে-পড়া ছেলে দেবুর কাঁধে একটি বোঝা চাপিয়ে দিতে।

দু'জনে বাধলো বিরোধ।

একদিকে ভগ্নিপতি দয়াময়, আর একদিকে শ্যালিকা চিন্ময়ী। ভাবী বৈবাহিকের কাছ থেকে অগ্রিম কিছু টাকা নিয়ে দয়াময় ছেলের সন্ধানে গিয়ে দেখে, ছেলেও নেই, শালীও নেই। পরীক্ষা দেবার জন্যে সেই যে গেছে দু'জনে, তারপর আর তারা গ্রামে ফেরেনি।

খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'লো দয়াময়। এদিকে দয়াময় খোঁজে তার ছেলেকে, ওদিকে ঘটক খুঁজে বেড়ায় দয়াময়কে।

চিত্রনাট্যের এই পরমতম উপভোগ্য চরম মুহূর্ত্তে এলেন "কাপুড়ে-মিজে" চাটুজ্যে মশাই আর চাটুজ্যে গিন্নি—হাসিতে আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন দুঃখ-দারুণ দিনগুলিকে। মোটর বাইকে চ'ড়ে এলো আমাদের জামাইদা—পরদুঃখকাতর মহৎপ্রাণ এক কারখানায় মেকানিক্! বলে: "বেঁচে থাকো ব'লে আশীর্ব্বাদ করবেন না পিসিমা, কারখানায় কাজ করি, বড্ড কড়া জান, বেঁচে আমি থাকবো ঠিক। আশীর্ব্বাদ করুন—এমনি একটা মোটর-বাইক্ যেন তাড়াতাড়ি কিনতে পারি।"

তারপর এলো নিশু আর বিশু।—দয়াময়ের দুই শালা। একজন সুরশিল্পী, গান গায়: 'আমার হৃদয়-সোনা বিকিয়ে দিলাম প্রেম কারে কয় জানতে—আমার জনম গেল কাঁদতে শুধু কাঁদতে আর কাঁদতে।' আর একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি নিষ্ঠুর, পাষাণ; কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে আছে একটি দেবচরিত্র মানুষ, পবিত্র, নির্ম্মল, স্নেহপ্রবণ এক পরমাত্মীয়।

আর এলো উদ্ভিন্নযৌবনা রূপবতী কন্যা—অমলা। হাসিতে, গানে উচ্ছলা চঞ্চলা!

হাসিতে আর অশ্রুতে গাঁথা অপরূপ অবিস্মরণীয় এই শিল্পসৃষ্টি—

দর্শকসুধীদের নিকট আমাদের সশ্রদ্ধ এবং বিনীত নিবেদন!

—০০০—

সঙ্গীত

১

(অমলার গান)—

সাতটি চাঁপা শুনছো কি
পারুল বোনের ডাক এলো—
সূর্য্য-সোনার-সোহাগ মেখে
পাপড়িগুলি আজ মেলো ।
আমার গানে আজ সকালে
কে গো এমন রঙ দিলে,
তাইতো খুশীর ঢেউ লেগেছে আমার
মনের রঙ ঝিলে ।
কমলকলি দুলছো কি,
ঘুমেল আঁখি খুলছো কি ?
আকুল হাওয়ার ব্যাকুল সুরে
মন ভ্রমরা গান পেল ।।
নাবাল ডালে দোল দিয়ে যে
দোয়েল গেল শিষ দিয়ে—
শিশির ভেজা সুর শুনি যে,
লাগছে বড় মিষ্টি এ !

শিশু পাতার নুপুর বাজে
আলোর খেলা ঝিল মিলে—
অপরাজিতার নীল চোখে যে
নীল আকাশের নীল মিলে ।
বলছে পাখী চল সাথে
ফলসা গাছের অলগাতে—
কার রূপেতে রোদ লেগেছে
গাইছে কে গো 'চোখ গেল' ।।

(নিশুর গান)—

আমি হৃদয় সোনা বিকিয়ে দিলাম
প্রেম কারে কয় জানতে,
আমার জনম গেল কাঁদতে শুধু
কাঁদতে আর কাঁদতে।

মন-মাণিকের পশরা মোর
প্রাণের হাটে বই মিছে,
আমার মন নিয়ে যায় মনের মানুষ
আমি পড়ে রই পিছে—
ফাঁকির হাটে দিলাম বাকি
ক্ষতির বোঝা টানতে ॥

ফুলের ফসল করেছিলাম ভুলের
হাওয়ায় দুলতে—
ফুল ঝরেছে এখন মরি
বুকের কাঁটা তুলতে।

মন হারাতে পাগল হলাম
এবার এসে নাও মোরে,
যে প্রেম রতনে করবে চুরি
খুঁজে বেড়াই সেই চোরে—
নিঠুর তোমার নেই কি গো তীর
এই হৃদয়ে হানতে ॥

(নিশুর গান)—

ফিরে আয় ফিরে আয়—
আমার নয়নানন্দ জীবনানন্দ
কোথায় লুকালি হায়!
আমার আকুল চক্ষে ফিরে আয়!
আমার ব্যাকুল বক্ষে ফিরে আয়!
আমার অন্ধের আঁখি পরানের প্রাণ
প্রাণ খালি ক'রে কে নিতে চায়।
অকালে ঝরিছে মৃগ চক্ষের জল—
কোথা গেলি মোর মৃগ শিশু চঞ্চল।
আমার অন্ধ প্রদীপে আলো জেলে দিতে
ওরে আলোকের শিশু ফিরে আয়!
দেখেছো কি তারে গিরি নির্ঝর
তপোবন তরুলতা,
স্নেহ মৃগ মোর কোন পথে গেল
বলো বলো তার কথা।
আমার হৃদয় ছিঁড়িয়া
হৃদয়ের ধন বলো বলো
ওগো কে নিয়ে যায় ॥

নির্ম্মীয়মান

সানরাইজ প্রযোজিত ভেনাস চিত্র

নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায়

তানসেন

রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তানসেন-বংশধর,
দবীর খাঁ, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
প্রমুখ গঠিত উপদেষ্টামণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে
শুদ্ধ সঙ্গীতের পুণ্য স্রোত !

❀

পশুপতি চ্যাটার্জ্জী পরিচালিত

চাষী

মাঠের পরে মাঠ—তাহার শেষে
সুদূর যে গ্রামখানি আকাশে মেশে—
ষ্টুডিওর বাইরে তোলা তারই মর্ম্মবাণী

শ্রেঃ শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র

সিনে ফিল্মস রিলিজ

মহাজাতি আর্ট প্রেস, কলিকাতা-২৫